দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 16 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ইংলিশ মিডিয়াম ও কিন্ডারগার্টেনের নামে চট্টগ্রামে দুই হাজার ভুঁইফোড় স্কুল

আবদুল মালেক, চট্টগ্রাম ॥ ইংলিশ মিডিয়াম ও কিন্ডারগার্টেন (কেজি) শিক্ষার নামে গোটা চট্টগ্রামে প্রায় দুই হাজার ভুঁইফোড় স্কুলে দেদার চলছে বিদ্যা প্রতারণা। হরেক রকম বাহারি সাইনবোর্ডের আড়ালে চলছে কোমলমতি শিক্ষার্থী শিকার ও জনগণের অর্থ লোপাট। এক শ্রেণীর ধনকুবের শিক্ষাবিদের মুখোশ পরে ঘরে ঘরে স্কুল করে দিয়ে বসেছেন এসব বিদ্যার দোকান। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এসব স্কুলে ১৯৯৯ সালের অধ্যাদেশসহ কোন নিয়মনীতি মেনে চলার বালাই নেই। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাই এখানে অর্থকরী পণ্যে পরিণত হয়েছে। আর তাতে জাতির শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তিই হয়ে পড়ছে নড়বড়ে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ব্রিটিশ আমল থেকে চট্টগ্রামে সীমিতভাবে কেজি শিক্ষা চালু ছিল। আশির দশকেও নগরীতে কেজি স্কুল ছিল হাতে গোনা এবং তাতে ভর্তি হতো কেবল এলিট শ্রেণীর সন্তানরা। নব্বইয়ের দশকে চট্টগ্রাম মহানগরীর মহল্লায় মহল্লায় শুরু হয় কেজি স্কুল। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বল্পতার সুযোগে চট্টগ্রামের বহু ধনকুবের দৃষ্টি দেন কেজি স্কুল ব্যবসায়। ফলে গত এক দশকে তা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে চট্টগ্রামের অলিগলি থেকে ঘরে ঘরে কেজি স্কুল শুরু হয়েছে এবং তা বিস্তার লাভ করেছে বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সংশ্লিষ্ট মহলগুলো অনুমান করছে, চট্টগ্রাম মহানগরসহ গোটা চট্টগ্রামে বর্তমানে ইংলিশ মিডিয়াম ও কেজি স্কুলের সংখ্যা তিন হাজারের কম নয়। এর মধ্যে অন্তত দুই হাজার স্কুলের বৈধতা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।

সূত্র জানায়, কেজি স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালের ৭ জুন সরকার বেসরকারী স্কুল (ইংরেজী মাধ্যম) রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা ঘোষণা করে। এতে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর জন্য নিজস্ব ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ও পাঠক্রমসহ ৮ পৃষ্ঠার নীতিমালা নির্দেশিত হয়। এর আওতায় স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের জন্য ২০০১ সালের ৩০ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় দৈনিকের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, চট্টগ্রামের ৯৮ শতাংশ স্কুল সে বিধিমালা ও আহ্বানে সাড়া দেয়নি। সম্প্রতি অনুসন্ধানে জানা গেছে, চট্টগ্রাম মহানগরীর মাত্র ২টি স্কুল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে। বাদবাকি সকল স্কুল চলছে কোন নিয়মনীতি না মেনে। এসব স্কুলের ভর্তি ফী, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষকদের যোগ্যতা, পরিচালনা কমিটির নীতিনৈতিকতা, শিক্ষার পরিবেশ, পাঠ্যক্রম-সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। অধিকাংশ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকবৃন্দ নিজেরা কলেজের গণ্ডিও পার হননি। অঢেল সম্পদের জোরে কেবলমাত্র শিক্ষাবিদ নাম কেনার জন্য স্কুল খুলে বসেছেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্কুলগুলোর কোন নিয়মনীতি নেই। সরকারী প্রতিনিধি, নিয়োগ পরীক্ষা, সিলেকশন বডি কোন কিছু ছাড়াই নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনকে নিয়োগ করা হয় শিক্ষক পদে। এ ছাড়া ৯৯ শতাংশ স্কুলে সমৃদ্ধ লাইব্রেরী, শিক্ষা ভবন, খেলার মাঠ, সহশিক্ষা কার্যক্রম ও সরকারী পাঠ্যক্রম নেই। প্রায় সব ক'টি স্কুল গড়ে উঠছে গার্মেন্টিস বিল্ডিংয়ের মতো ভাড়া করা বাসায়।